ওঁ

ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ

শক্তিবাদের যুগ

শক্তিবাদ প্রবর্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

শিবের আদেশ ৫০০০ বৎসর কলি গতে শক্তি সাধনা ও অনুশীলন দিবালোকের মধ্যে আসিবে অর্থাৎ দিবাভাগেই শক্তি পূজা ও সাধনার যুগ প্রকাশিত হইবে। ইহার পূর্বে শক্তি অব্যক্ত স্তরে ছিলেন। বিচার করিলে দেখা যায় ৫০০০ বৎসর কলের্গতাব্দা হইতেই শক্তিবাদের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগ আরম্ভ হইবার ৩৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারত হইতে ইংরেজ জাতির ভারত ত্যাগ ও পাকিস্থানের সৃষ্টি। আমাদের সকলের ধারণা ছিল এবার মুসলমানেরা পাকিস্থানে যাইবে এবং মুসলমানের গুণ্ডামী হইতে ভারত রক্ষা পাইবে। খণ্ডিত ভারতের নেতা জহর লালের দুরভিসন্ধি ও দুর্বুদ্ধির ফলে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা হইল না, কাজেই পাকিস্থান হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী নির্যাতিত, অপমানিত, নিষ্পেষিত ও লুণ্ঠিত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

ভিতরে ভিতরে ভারতকে মুসলমান রাষ্ট্র করিবার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্য হইতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রের যন্ত্রখানা শ্রীমতী ইন্দিরাও চালাইয়া চলিয়াছেন। হিন্দুদের সম্মিলিত ও ব্যাপক বিদ্রোহ ভিন্ন এ ষড়যন্ত্রের মূল উচ্ছেদ করা অসম্ভব। এই কথাটি মাত্র গুরু গোবিন্দের শিষ্য পাঞ্জাবী শিখগণ বুঝিয়াছিলেন। তাহারা ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া পাঞ্জাব হইতে মুসলমানগণকে বহিষ্কার করিল। এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রলীলা যে পণ্ডিত জহরলালের ছলনা একথা ভারত এখনও বুঝে নাই। ১০২৫ খ্রীঃ মহম্মদ গজনী কর্ত্তৃক সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ১০২৫ + ৯৮১ = ২০০৬ খ্রীঃ মুসলমানেরা ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে। শিবের আরও আদেশ ছিল যে, যে কোন সময় মক্কার শিবকে আর্যাচারে জলে, ফুলে, ফলে পূজা করিলে তিনি মক্কা ত্যাগ করিবেন এবং ইসলাম ধ্বংস হইবে। ২১-১১-১৯৭৯ তে (চৌদ্দশ হিজরীতে) শিবকে জলে ফুলে ও ফলে পূজা করা হইয়াছে।

আমরা শিবের আদেশ এবং ইসলামের ধ্বংসের সন তারিখ লইয়া বুদ্ধি চালনা করিতে চাই না। ইসলামকে ধ্বংস করিবার জন্য যতক্ষণ ভারতীয় হিন্দুরা সিংহবিক্রমে একতাবদ্ধ হইবে না এবং ইসলামীগণকে হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়া পাকিস্থান যাইবার জন্য ধ্বনি তুলিবেনা, ততক্ষণ ইসলামের ধ্বংস বিষয়ে চিন্তা করিয়া লাভ নাই। হিন্দুরা ভয়ঙ্কর বীর্যহীন ও বোকা জাতে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে কোন হিন্দু নেতা ও দলবাজ যুবকের সাথে কথা বলিলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এমন অবস্থায় কি সম্ভব বা কি অসম্ভব সেটা বিচার করিয়া লাভ নাই। ইসলাম ২০০৬ খ্রীঃ অথবা ১৯৭৯ সনেই তাহার ধ্বংস আরম্ভ সেটা ইতিহাসই বিচার করিতে পারে। শিবের বাণী ইহারা এবার পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইতে চলিল। ইসলামীদের অতি প্রিয়া দিদিমনি দিল্লীর গদীধারিণী ইন্দিরা দেবী ইসলাম জগতের এই ধ্বংসের কথা গোপন করিবার জন্য এবং ইসলামী আগুন নিভাইবার জন্য কত লীলাই করিলেন। দেশবিদেশের চৌদ্দশ হিজরীর ডাক টিকিটও আমরা দেখিলাম। পশ্চিমবঙ্গে শহীদ মিনারের নীচে চৌদ্দশ হিজরীর উৎসব পালিত হইতেও দেখিলাম। এই সবের ফল কি হইল সেটা যদি তিনি নিজে একটু বিবৃতি দিতেন তাহা হইলে আমরা দিদিমনির মনের কথা আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিতাম।

ইসলামের আরম্ভ

মক্কার এক ভক্ত মহাশয় একদল লুটেরু গুণ্ডা ও বদমাইসগণকে হাতে করিয়া বনিকগণের বাণিজ্য সম্ভার রাস্তা ঘাটে রাত্রের অন্ধকারে লুট করিতে থাকেন। এই ভাবেই তিনি ধন ও জন বৃদ্ধিতে মন দিলেন। এই সব দুষ্কার্যই হইল ইসলাম ধর্মের প্রথম স্তর। এই ভাবে একজন ভক্তের পরিচালনায় গুণ্ডাগণের জন্য নারী এবং ধনের ব্যবস্থা হইতে থাকে। এই ভাবে কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করিয়া তীর্থযাত্রী ও মন্দিরগুলির উপর গুণ্ডামী আরম্ভ হয়। এই গুণ্ডাদের দ্বারাই নেতা মহাশয় মক্কার মন্দির আয়ত্ত করেন। লুট করিয়া ধন বৃদ্ধি, তীর্থযাত্রী ও মন্দিরগুলিকে আয়ত্ত করা, দেব মূর্তি ভঙ্গ এই ভাবে ভালই চলিল। ইসলাম ধর্মকে যে যাহাই নাম দিক না ইহাতে শক্তিবাদের কিছুই বলিবার নাই। এইসব ইসলামী সেনারাই মক্কার আসে পাশে মন্দিরগুলিকে ধ্বংস করে ও মক্কার তাবেদার করে। নির্যাতিত জনতা অনেক স্থানে গুণ্ডাদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উপরে উপরে ইসলামের তথাকথিত ধর্মসর্ত মানিয়া লয়।

রোজা, নামাজ, জাকাৎ, হজ, মূর্তি পূজা ত্যাগ, মৃত্যুর পর ৫০,০০০ বৎসর কবরে থাকিয়া আল্লার বিচারের দিন পর্য্যন্ত ৭২ বিবি পাইবার আশা পোষণ করিয়া পঞ্চাশ হাজার বৎসর কবরে থাকার নীতি তাহারা মানিয়া লইয়া প্রাণ বাঁচাইল। কিন্তু ইহারা ভিতরে ভিতরে শৈবই রহিয়া গেল। ইহারা শিব পূজা করিতেন ও কুণ্ডলিনী শক্তির অনুশীলন করিতেন। সিয়া নামক সম্প্রদায় এই নীতি চালাইয়া চলিল। (ইরাণ এরিয়ান কথার অপভ্রংশ) কখনও কখনও সীয়াদের মধ্যেও ভাল ভাল সিদ্ধ পুরুষও দেখা দিতেন। বিখ্যাত সাধক মনসুর আলী ''অন্-অল্-হক্'' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দেয়। শুনা যায় তিনি মারা যান নাই। কিন্তু তাঁহার মন্ত্র ''অন্-অল-হক্'' জলের উপরেই ধ্বনিত হইতেছিল। যাহা হোক ভিতরে ভিতরে একদল লোক সীয়াবাদী রহিয়া গেল।

দশম হিজরীতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ সাহেব জীবনের শেষ বারের মতন 'হজ' করিতে মক্কায় যান। হজ করিয়া তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসেন। মদিনায় ফিরিয়া তিনি অসুস্থ হন। তাঁহার ভাতুষ্পুত্রদ্বয় তাঁহার সেবা ও যত্ন করিতেন। সেই সময় তিনি নিজের কন্যা আয়েসার* বাড়ীতে ছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে দেখিবার জন্য তাঁহার ভক্তেরা দলে দলে আসিতে থাকেন। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলেন। বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রটাইতে লাগিলেন পয়গম্বর মরিয়াছেন একথা বলা চলিবেনা। যে বলিবে তাহাকে খুন করা হইবে। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং মিথ্যা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে মহম্মদ সাহেবকে জেরুজালেমের ভগ্ন মন্দিরের দেওয়ালে দেখা গিয়াছে। তাহার পর কি হইয়াছে জানা যায় নাই। এইরূপ মিথ্যা কথা যাঁহারা শুনিলেন বা মানিয়া লইলেন তাঁহারাই সুন্নী সম্প্রদায়ের লোক। সুন্নীরাই ইসলাম ধর্মকে বিস্তার করিল ইহারাই মহম্মদের একমাত্র শক্তিশালী দল। লুঠ

---

* প্রকাশকের নিবেদন - আয়েসা ছিলেন মহম্মদের প্রিয় স্ত্রী এবং ফতিমা ছিলেন তাঁর কন্যা।

মন্দির ও দেবতা ভঙ্গ, মানুষ খুনই ইহাদের ধর্ম বিস্তারের একমাত্র নীতি হইয়া দাঁড়াইল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর ৫জন খলিফার আসন প্রতিষ্ঠা হইল। এই পাঁচ জন নেতা রাজ্য বিস্তারের নামে গুণ্ডামী নর হত্যা এবং দেবমূর্তি ভঙ্গ ও মন্দির ধ্বংস করণের কার্য্যে সেনাপতি হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আরবীয় দেশগুলিতে সীয়া সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিতে লাগিল। অনেক সময় সীয়ারাও মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংসের ব্যাপারে স্বন্নীদের সহযোগী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আরব দেশগুলিতে যে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে ইহা সীয়া স্বন্নীরই ঝগড়া।

এদিকে দিল্লীর দিদিমনি সমস্ত ভারতের মুসলমানদের একতাবদ্ধ করিয়া মুসলমানদের হাতে এক সুন্দর চক্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এ চক্রে দিদিমনির মোহিনী প্রভাবে সব হিন্দু নেতারাই হাত মিলাইয়াছেন। কিন্তু আরব দেশগুলিতে তাঁহার এই সুসময়ে হানাহানিতে তিনি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তিনি সমস্ত শক্তি ক্ষয় করিয়া এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যদি বেশী ব্যস্ত না হইয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন - আমরা তাঁহাকে বলিয়া দিতাম যে আরব দেশীয় এই ঝগড়া মূলতঃ একটি হিন্দু মুসলমান ঝগড়া মাত্র। ইহা মিটাইবার শক্তি তিনি রাখেন না। যাহা হোক তাঁহার এই ঝগড়া মিটাইবার প্রবৃত্তিই আমাদের পুরাণের শুম্ভ-উপশুম্ভ নামক দুই দানবের ঝগড়ার মতনই একটি কৃত্রিম ঝগড়া। শুম্ভ-উপশুম্ভ দুই দানব ভাই ছিলেন।

শুম্ভ বড় ও উপশুম্ভ ছোট। এই দুই দানবের অত্যাচারে ''জনতা'' দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল। সেই যুগের এই ''জনতা'' মানে সাধারণ দেবতার দল। তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য ভগবান বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। এবং ইহার প্রতিকার করিবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু বলিলেন 'তোমরা যাও, আমি দেখিব'। বিষ্ণু সুন্দরী মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন এবং সেই দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মোহিনী একবার বড় ভাইয়ের দিকে তাকায়, একবার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকায়। বড় ভাই বলে সুন্দরী, তুমি আমার কাছে এস আমি তোমাকে বিবাহ করিব। ছোট ভাইও মুখ খুলিলেন। তিনি বলিলেন সুন্দরী তুমি আমার কাছে এস আমি তোমাকে বিবাহ করিব। কিছুক্ষণ ধরিয়া সুন্দরী দুই ভাইয়ের মধ্যে মোহিনী লীলা প্রয়োগ করিলেন। দুই ভাই যখন সুন্দরীকে পাইবার জন্য অধীর হইয়াছে তখন বড়, ছোট দুই ভাই আসন ত্যাগ করিয়া সুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। সুন্দরী আর নড়েন না। তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল এবং দুইজনই নিহত হইলেন। ভারতের সিংহাসনে যে সব মুসলমান বাদশারা বসিয়াছেন তাহাদের সকলেই সীয়া বা সকলেই স্বন্নী নহেন। কোন সম্রাটেরই অত্যাচার হিন্দুর উপর কম হয় নাই। আবার কোন সম্রাটেরই আন্তরিকতা কোন সীয়া বা স্বন্নীর উপর কম দেখা যায় নাই। দিদিমনির আন্তরিকতা কোন দিকে বেশী বা কোন দিকে কম ইহা বুঝা কঠিন। তাহা হইলেও জহর বংশ মোটামুটি ঘুষ দিয়া কখনও সীয়াকে কখনও স্বন্নীকে বশীভূত করিয়া ভালই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

ইন্দিরাও তাহাই করুন। হিন্দুরা বোকা জাত আছে। ভারতের বুকে স্থন্নীবাদী মুসলমানের মতন মূর্তিতোড়ক বাদী হিন্দুও কম হয় নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে হিন্দুগণ মূর্তিহীন ব্রহ্মবাদে বেশী ঝোকেন নাই। ভারতবর্ষে শিখ, আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, লিঙ্গায়েত, সন্ন্যাসী সমাজ অনেকেই উঠিয়াছে কিন্তু ইহারা কেহই স্থন্নীবাদী মুসলমানকে বশীভূত করিতে পারে নাই। শিখরা তরবারী সংগঠন এবং বীরত্বে শৌর্য্যে স্থন্নীবাদীগণকে দমনেই রাখিয়াছে কিন্তু তাহারা আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণকে নিজের দলে আনিতে পারে নাই। সন্ন্যাসীদের মধ্যে হিন্দু প্রীতি কম ইহা সব ক্ষেত্রে বলা চলে না। ভারতের বুকে সীয়া এবং স্থন্নী উভয়েই হিন্দুদের জন্য কম সমস্যা নহে। স্থন্নীরা বড় সমস্যা সীয়ারা কম সমস্যা। আবার সীয়া, স্থন্নী উভয়ে মিলিয়া ভারতকে ভাগ করিয়া যে ভাবে নিজেদের বুকে ছোরা বসাইয়াছে, সে ছোরা হইতে নিজেদের ত্রাণ পাওয়া মোটেই সহজ নহে। ইংরেজ রাজত্বের প্রবেশ সন্ধিক্ষণে আমরা বঙ্গদেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা বঙ্কিমবাবুর লেখার মধ্যে দেখিতে পাই। সেটা যে সত্যিই বিদ্রোহ ইহার প্রমাণও তিনি তাঁর প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্তান হইবার পর ভারতের বুকে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাতে এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ওই আর্যসমাজ, ওই লিঙ্গায়েত সন্ন্যাসী সমাজ কেহই কোন কাজ দিবেন না। সীয়া স্থন্নীরাও যে ছোরা নিজের বুকে বসাইয়াছে সেই ছোরাতে সম্মিলিত হিন্দু সমাজ একাগ্র হইয়া জোর দাও। সীয়া স্থন্নী দুইই নির্মূল হইয়া যাইবে। হিন্দুরা সকলে মিলিয়া বৈদিক, অবৈদিক, স্মার্ত্ত, প্রাচীন, আদিবাসী, বনবাসী এইসব কথায় ভ্রান্ত না হইয়া সকলেই বেদের নির্দেশমত সিংহ শব্দ নিজের পদবীর সংগে যুক্ত কর অর্থাৎ সকলে বেদবাদী সিংহ হও। মুসলমানদিগকে বল তোমরা ভারত ভাগ করিয়াছ, তোমরা পাকিস্থানে যাও। এভাবেই হিন্দুর বৈদিক বিপ্লবের সূত্রপাত কর। দেখিবে সীয়া, স্থন্নী কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

সীয়াদের প্রতি উপদেশ :- তোমরা আর্য ছিলে এবং আজও আর্য সংস্কৃতির বহু কথা তোমরা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছ। তোমরা তথাকথিত রোজা, নামাজ, মূর্তিভঙ্গ, জাকাত, হজ, ৫০০০০ বৎসর কবরে থাকা, আল্লার বিচার এই মূর্খ ও ভ্রান্তের কথা ছাড়িয়া দাও এবং শুদ্ধ শক্তিবাদে এস। তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ধারার বিশেষ ভেদ নাই। শক্তিবাদের চিন্তাধারা বুঝিতে হইলে শক্তিস্তর বুঝিতে হইবে। পাঠক ক্রমবিকাশ গ্রন্থ পাঠ করুন। অথবা আমাদের ধর্ম শিক্ষা পাঠ করুন। এক কলা হইতে মানুষের মনো বিকাশ আরম্ভ হইয়া ৩০ কলাতেই পূর্ণতা লাভ করে। যে সব মহাপুরুষ ভারতকে উচ্চ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁহাদের শিষ্য সম্প্রদায়কে আমি কলা বাদ বুঝিতে বলি। এককলা (উদ্ভিজ্জ), ২ কলা (স্বেদজ কৃমি-কীট), ৩ কলা (অণ্ডজ পক্ষী সরীসৃপ ইত্যাদি) ৪ কলা জরায়ুজ (পশু ও মনুষ্যাদি) ৫কলা (বুদ্ধি, বিচার, বিজ্ঞান, স্থপতি, ইঞ্জিনায়ারিং ইত্যাদি) ৬ কলা (শিক্ষা, কলা, সঙ্গীত, চিকিৎসা, প্রচার ইত্যাদি) ৭ কলা (শাসন) এই পর্য্যন্ত অসুর বাদের প্রভাব আছে। আমরা ধান চাষ করি কিন্তু যদি যত্নপূর্ব্বক ক্ষতিকারক ঘাস উপাড়িয়া না দিই তবে ধান হইবে না। আমরা নানা রকম অসুখে অসুস্থ হই, যদি অনিষ্টকারক কৃমি কীটকে নির্মূল না করি তবে আমরা সুস্থ থাকিতে পারি না। আমরা অণ্ডজ জীবের সাহায্য লইয়া আহার সংগ্রহ করি; কিন্তু তাহাদের যদি শত্রু হইতে রক্ষা করিতে না পারি

তবে আমরা অগুজ খাদ্য পাইতে পারি না। আমরা পশু রক্ষা ও পালন করিয়া দুগ্ধ ও প্রোটিন খাদ্য সংগ্রহ করি। তাহাদেরও শত্রু ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। ৪ কলার উপরে ৪৷৷০ কলার মুটে মজুরকায় কর্মী। ইহাদেরও রক্ষা ও সুশিক্ষা দিতে হয়। ৫ কলার জড় বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, সাধন বিজ্ঞান, ইহাতেও দোষ ত্রুটি ভাল মন্দ দুই রহিয়াছে, কেহ সমাজের অনুকূল কেহ প্রতিকূল। ৫ কলা হইতে কম্যুনিজম আসিয়াছে। বুদ্ধির অভাবে আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টরা অসুর কলার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ৬ কলা প্রেমকলা, অহিংসাবাদ, অহিংসাবাদ অসুরবাদের সহায়ক হইলে কোন স্তরের অনিষ্টকারীকে দমন করা যায় না। ইহা সমাজের অনুকূল হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির ৬ কলার চক্রে পড়িয়া মহাভারতের যুদ্ধ বাধাইয়া ছিলেন। ইহা ভারতের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। ৭ কলা শাসন বিভাগ, আসুরিক, দৈবী ও অপুষ্ট তিন ভাগে শাসনও ভাগ করা হইয়াছে। আসুরিক কলা ৭৷৷০ কলা পর্য্যন্ত যায়। বর্ত্তমান ভারতে নেতারা কম্যুনিজম ৫ কলা, গান্ধিবাদ ৬ কলা, দৈবী বিষ্ণু ৭ কলা, এরা সকলেই বিজাতীবাদী, ভারত ভাগকারী মুসলমানদের দাসত্ব বরণ করিয়াছেন।

৮ কলা ঋষিবাদ। ৭ কলার রাজা ও ৮ কলা ঋষি উভয়ের মিশ্রণে ভারতের শাসন সুন্দর এবং জনতা অনুকূল হইয়াছিল।

৯ম, ১০ম, ১১, ১২, ১৩, ১৪ কলা - অবতার কলা। ১৫, ১৬ কলা পূর্ণ কলা। বিস্তারিত বিষয় শক্তিবাদ গ্রন্থে দেখুন।

এবার আমরা শিখ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভারত ভাগ হইবার পর একমাত্র শিখরাই প্রমাণ করিয়াছে যে ইহারা শক্তিবাদী। আর সব সম্প্রদায়ই এবং সাধু সন্ন্যাসীও ৭৷৷০ কলা অসুরবাদী, সুন্নীবাদীদের দাসত্বকে আপন বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এইজন্য শিখ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমরা শিখ সম্প্রদায়কে শক্তিবাদ বুঝিতে বলি এবং অবস্থা বুঝিয়া ভারতের নেতৃত্ব করিতে বলি।

সীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হইতেছেন ''জরথুশ্ত্র'' আমরা তাঁহার চিন্তাধারা সম্মান করি। তিনি যোগ্য গুরু। তাঁহার চিন্তাধারা কিছুটা গীতার মত উপাদেয়। তাঁর শিষ্যগণকে ৫০,০০০ বছর কবরে নিবাস, আল্লার বিচার এবং বিচারে ৭২ বিবি প্রাপ্তির পরিকল্পনা যে স্পষ্টতঃ অসুরবাদীয় গুণ্ডাদের দিকে মানুষকে লইয়া যাইবার ভ্রান্ত ও কুচিন্তা বুঝিতে অনুরোধ করি।

হিন্দুরা তাহাদের কথা মত মূর্তি পূজক হইবে না, হিন্দুরা মূর্তি অমূর্তি দুইই মানেন। সীয়ারা যদি মনে করেন তাঁরা মূর্তি পূজা চান না তাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। ঈশ্বর মূর্তি, অমূর্তি দুইই। আবার ঈশ্বর মূর্তিও নন অমূর্তিও নন। সাধক তাঁর সুবিধার জন্য মূর্তি অমূর্তি দুইই গ্রহণ করিতে পারেন অথবা ত্যাগ করিতে পারেন। সীয়াদের গুরু হইতেছেন জরথুশ্ত্র। তাঁহার চিন্তাধারার সংগে গীতার কতক কতক অংশের মিল আছে। ভারতের মুক্তি যুদ্ধে তাঁহাদের স্পষ্টতঃ হিন্দুদের দিকে আসা কর্ত্তব্য ছিল। সেটা কেন তাঁহারা করেন নাই? মক্কাবাদের আরম্ভ হয় লুণ্ঠন গুণ্ডামীর মাধ্যমে। বণিকদের বাণিজ্য দ্রব্য ছিনাইয়া ডাকাত বৃদ্ধি ও নারী সংগ্রহ করিয়া গুণ্ডা পালনের নীতিকে কেন্দ্র করিয়া যে মক্কাসঙ্ঘ দ্বারা সীয়ারা লুণ্ঠিত ও নির্যাতিত হইয়াছিল এবং আজও হইতেছে তাহারা সেই সুন্নীদের সংগে হাত মিলাইল কেন? সুন্নীরাই

ভারতের মুক্তি যুদ্ধে প্রধান শত্রুতার ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের হিন্দুগণকে ভয়ঙ্কর জীবন যুদ্ধ কালে শক্তিশালী বাধা দেয়; কিন্তু ইংরেজ চলিয়া যাইবার পর তাহারা জহরলালের দুর্ব্বুদ্ধিতায় ভারতের উপর ৪০০ বৎসরের গুণ্ডামীর লীলায় আবার মত্ত হয়। কংগ্রেসের রাজ্য কায়েম রাখিবার জন্য গুণ্ডাবাদীদের ভোটের প্রয়োজন আছে। সীয়াদেরও ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য গুণ্ডা ভোটের প্রয়োজন আছে। কম্যুনিষ্টদেরও গুণ্ডাদের ভোট চাই। তাহারা হিন্দু যুবকদিগকে মুসলমানদের মতই গুণ্ডা প্রস্তুত করিবার জন্য সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসীরাও সেই নীতির ধারক হইয়াছে। জহরলাল কন্যা তথাকথিত সাধু, সন্ন্যাসীর যজ্ঞ, পূজা, পুরোহিত শ্রেণীর ধনলোভী সাধু সঙ্ঘেরও দুয়ার ধরিয়াছে। আমরা এই দুঃসময়েও গুরু গোবিন্দের শিষ্য অর্থাৎ শিখগণকে শক্তিবাদ ধরিয়া থাকিতে বলি; এবং শক্তিবাদী হিন্দুগণকে সহায়তাও করিতে বলি। শিখরা যদি সহায়ক হয় তবে ভারতীয় সব সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে। পাঞ্জাবে ইন্দিরার মৃত পুত্রের নামে শহর প্রস্তুতের পরিকল্পনা হইয়াছে। আমরা শিখগণকে সাবধান হইতে বলি। ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পর একটি মুসলমানকেও ভারতে থাকিতে দেওয়া চলে না। পাকিস্তান ভারতে মুসলমান পাঠাইয়া এবং চার বিবির সংসার করিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘু করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে। হিন্দু নেতারা ইহাতে পূর্ণ সহমত হইয়াছে। গান্ধিবাদী ও কম্যুনিষ্টবাদী হিন্দু নেতারাও ইহাতে পূর্ণ সহমত হইয়াছে। মুসলমানেরা ভারতের সর্ব্বত্র পাকিস্তান হইতে লোক এবং অস্ত্র আনাইয়া দাঙ্গা বাধাইতেছে এবং ভারতের বহু জায়গায় অস্ত্র বানাইবার ছোট ছোট কারখানা করিতেছে। হিন্দু নেতারা সব বিষয়ে মুসলমানদের গুণ্ডামীর সহায়ক হইতেছে। মুসলমানরা দাংগা বাধায় এবং হিন্দু নেতারা চিৎকার করিয়া R. S. S. কে মিথ্যা কথা বলিয়া দোষী করিতে থাকে। হিন্দু নেতাদের মধ্য হইতে জাতীয়তাবাদ ও মনুষ্যত্ব বিলোপ হইয়াছে। হিন্দু দলবাজদের ক্যাডাররা মুসলমানদের সংগে হাত মিলাইয়া ইহাদের মনুষ্যত্ব বিলোপ হইয়াছে। হিন্দু জনতার উপর নিত্য অত্যাচার লীলা চালাইতেছে। নেতাগণের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইলে বা পুলিশকে প্রতিকারের জন্য আহ্বান করিলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ নির্দ্দোষ হিন্দুগণকে গ্রেফতার করে।

এই রূপ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে হিন্দুরা মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করিলে তাহাদের মধ্যে আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধস্পৃহা বর্ধিত হইবে। মুসলমানদের সংগে একতা হইবারও সুবিধা হইবে। যাহারা এইরূপ ভাবে তাহাদের অসুরবাদ বুঝিবার মত শক্তি কখনও জাগ্রত হইবে না। সীয়ারা তো মূর্ত্তিপূজা করে না তবে সুন্নিরা তাহাদেরকে আক্রমণ এবং হত্যা করে কেন? আর্য সমাজীরা তো মূর্তিপূজা করে না, মুসলমানগণ তাহাদেরকে আক্রমণ এবং হত্যা করে কেন? শিখরাও তো মূর্ত্তিপূজা করে না মুসলমানগণ তাহাদেরকে হত্যা করে কেন? আমরা বলি মুসলমানরা ভারত ভাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে পাকিস্তানে যাইতেই হইবে। যদি কোন হিন্দুনেতা ইহা অন্যথা চাহে তবে তাহার সংগেও ‘‘ভারত ছাড় এবং পাকিস্তানে যাও’’ নীতি প্রয়োগ করতে হইবে। হিন্দু যুবকগণকে এই নীতিতে সঙ্ঘ গড়িতে হইবে।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের কোন রূপ পরিকল্পিত হয় নাই। সমাজের প্রয়োজনে ও অসুরবাদ ধ্বংসের জন্য মূর্তি পরিকল্পনা ও পূজা সমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমরা বলি মূর্ত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। এবং ইহার অবলম্বনে অসুরগণকে পিটাইয়া ভারত হইতে বহিষ্কার করিবার পথ করিতে হইবে।

হিন্দুদের দুর্গা ও দুর্গাবোধন অসুরের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগঠন ও যুদ্ধের প্রেরণা মূলক ব্যাপক ধর্ম্মানুষ্ঠান। দুর্গা মূর্ত্তিতে গণেশ মানে গণবাদ। কার্ত্তিক মানে যোদ্ধা যুবক শক্তি। লক্ষ্মী মানে ধন শক্তি। সরস্বতী মানে জ্ঞান শক্তি। নীলকণ্ঠ শিব মানে শক্তিধর গুরু। পঞ্চ দেবতার পূজা বাদ দিয়া কোন পূজাই হয় না। এই পঞ্চ দেবতা মানে হিন্দুদের পঞ্চায়েৎ। দ্রষ্টব্য ক্রম বিকাশ।

দুর্গামূর্ত্তি মানে অসুরের বিরুদ্ধে সামাজিক সংগঠন এবং যুদ্ধ। অসুরকে ক্ষত বিক্ষত করা এবং ধ্বংস করা ইহার লক্ষ্য। দুর্গা পূজায় তামসিকতার কোন স্থান নাই। দুর্গার দশটি হাতে এগারটি অস্ত্র। দশের হাতে দশের অস্ত্রে অসুরকে আক্রমণ কর এবং তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ধ্বংস করাই শক্তিবাদী হিন্দুর নীতি।

দুর্গার হাতে ত্রিশূল - ত্রিশূল মানে সাধু সন্ন্যাসীর অস্ত্র। সমাজের উপর আসুরিক অত্যাচারের কালে সাধুরা যদি অস্ত্র গ্রহণ না করে তাহাদিগকে সাধু না বলিয়া ''ভিক মাংগা'' বল।

গুরু গোবিন্দ ১ নং সাধুর দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সাধুর শরীরে সামনে পিছনে অস্ত্র বাঁধা থাকিত। তিনি অস্ত্রহীন হইয়া স্নান পর্য্যন্ত করিতেন না। তাকে শিক্ষা দেওয়া হইত সাধু সমাজকে রক্ষা করিবে এবং নিজকে রক্ষা করিবে, যে অস্ত্রহীন সে কখনও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না এবং সমাজকেও রক্ষা করিতে পারে না। সাধু সমাজকে অস্ত্র শিক্ষা দিবে। আপনারা রামায়ণ মহাভারত পড়ুন, ঋষিরাই সমাজকে অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বাল্মীকি, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, স্বয়ং শিব, বিশ্বামিত্র সকলেই অস্ত্র শিক্ষক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কাহিনীতে সন্ন্যাসীদের অস্ত্র গ্রহণের কথা আছে।

''খড়্গ'' ইহা ক্ষত্রিয় ও যোদ্ধার অস্ত্র। ''চক্র'' ইহা নারায়ণের বিখ্যাত অস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ এই অস্ত্র ধারণ করিতেন। নারায়ণ মানে শ্রেষ্ঠ নর বিশেষ। এই অস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা সূর্য রশ্মি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির বনে অবস্থান কালে তপস্যা করিয়া সূর্য পূজা করিয়াছিলেন। সূর্য স্তুতিকালে তিনি এই অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য :- মহাভারতে কাম্যক-বনের কাহিনী। তীক্ষ্ণ বাণ, ইহা বনবাসী ব্যাধের অস্ত্র। জঙ্গল নিবাসী প্রত্যেক হিন্দুর হাতে এই অস্ত্র থাকে। রাম ও লক্ষ্মণের মূর্তি ধনুর্বানহীন করিয়া প্রস্তুত করা হয় না।

''শক্তি'' - রাম রাবণের যুদ্ধে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে শক্তিশেল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অর্জুনের কাছে পাশুপত অস্ত্র ছিল। চক্র, শক্তিশেল এবং পাশুপত এরা সবই ''এটমিক'' অস্ত্র। ''খেটক'' মানে (লাঠি) ব্রহ্মচারী মাত্রই যষ্ঠি ধারণ করেন। বনবাসী এবং

পশুপালক মাত্রই এই অস্ত্র ব্যবহার করেন। লুটেরু এবং বদমাইসকে শিক্ষা দিবার জন্য এই অস্ত্রের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক ঘরে এই অস্ত্র রাখা উচিত।

''পূর্ণচাপ'' - শক্তিশালী ধনুষকে পূর্ণ চাপ বলে। ''অর্জ্জুনের গাণ্ডীব'' অত্যন্ত শক্তিশালী পূর্ণচাপ। সীতাকে বিবাহকালে রাম 'হরধনু' ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

''পাশ'' - নাগপাশ ইহা সর্প ব্যবসায়ীদের অস্ত্র। ইহা দ্বারা যে কোন অসুরকে এবং অসুর তোষক সমাজবিরোধীকে সহজে ঘায়েল করা যায়।

বড় বড় কথা বলিয়া ভোট লইলাম এবং যবন তোষণ করিবার জন্য ভারতকে ভাগ করিলাম। হিন্দুদের ভোট লইয়া এম.পি. এবং এম. এল. এ. হইলাম এবং যবনকে ফাঁপাইয়া তুলিলাম, এবং হিন্দু তথা ভারতবর্ষের সর্বনাশ করিলাম। এইতো বর্ত্তমান ভারতবর্ষের নিত্যকার ঘটনা। হিন্দুরা যদি নিজের ধর্ম বুঝে তবে প্রতিকারের ঔষধও বেশী দূরে নাই।

''অংকুশ'' ''হাতী নিয়ামক'' যন্ত্র, যুদ্ধে ইহার ব্যবহার খুবই ব্যাপক ভাবে হইয়া থাকে। বড় বড় সেনাবাস গুলির সিংহদ্বারগুলি হস্তীর সাহায্যে ভগ্ন করা হইত।

''ঘণ্টা'' - পুরোহিতের পূজার অস্ত্র। অসুর আক্রমণ কালে, পুরোহিত ঠাকুরও পালাইয়া গেলে চলিবেনা। ঘণ্টা বাজাইয়া পুরোহিতকেও যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইবে।

''পরশু'' - ইহা কাঠুরিয়ার অস্ত্র। পরশুরাম সর্বদাই এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। হিন্দু জাতির সব কাজই অসুররা করিবে আর নিজেরা বাবু হইয়া বসিয়া থাকিবে, এই হইলে আর চলিবে না। হিন্দুদের সব দেবদেবীর হাতেই অস্ত্র আছে।

''জাতীয়তাবাদ'' - বর্ত্তমানে ভারতে জাতীয়তাবাদ এবং বিজাতীয়তাবাদ খুব চলিয়াছে। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। জাতীয়তাবাদই শক্তিবাদ। বিজাতীয়তাবাদীরাই ভারত ভাগ করিয়াছে, আবার তাহারাই ভারতে থাকিয়া ভারতকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ইহারা চায় মক্কাবাদীরা ভারতে রাজত্ব করুক আর হিন্দুরা তাহাদের গোলাম হইয়া থাকুক। সৃষ্টির মূল হইতেছেন মহাশক্তি ইনিই আদ্যাশক্তি। ইনি এক হইতে ষোল কলা পর্য্যন্ত সৃষ্ট জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপিণী সৃষ্টিরও মা। যাঁহারা মনে করেন সাধু সাধক সন্ন্যাসীরা এবং ধর্ম সঙ্ঘগুলি রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবেন তাঁহাদিগকে তোমরা এক একটি বিপজ্জনক নেতা বলিয়া জানিবে। বিজাতিবাদী যবনসহ সেকুলার রাষ্ট্র কোন যুক্তি সম্মত আইন নহে।

রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, গীতা, চণ্ডী হিন্দুদের কোন শাস্ত্রই রাজনীতির গন্ধহীন কোন মতবাদ নহে। ভারত ভাগকারী অসুর এবং বর্বরকে তেল মাখাইয়া মোটা করিয়া গড়িয়া তোলাও কোন রাজনীতি নহে।

সাধু সন্ন্যাসীরা কেবল লেকচার ও রাজনীতিতে মত্ত থাকিবেন না। যোগ, তন্ত্র, মন্ত্র, সাধনা ও পূজা-পাঠ ও রাজনীতির অঙ্গরূপে যথা সম্ভব গোপনে প্রয়োগ করিবেন। জানিয়া রাখিবেন কাপুরুষতা ও মূর্খতা এবং ভারত ভাগকারী যবন তোষককে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দেওয়া কোন উচ্চ সাধুর লক্ষণ নহে। ইহা কোন ভাল এম. পিরও লক্ষণ নহে। অসুরবাদ এবং শক্তিবাদ বুঝিবার চেষ্টা করুন এবং নিজেকে শক্তিবাদ আদর্শে গড়িয়া

তুলুন। শক্তিবাদ ধর্ম্ম উপাসনা এবং জ্ঞানময় সাধনার ক্ষেত্র। নিজেকে কর্মে উপাসনায় এবং জ্ঞানে শক্তিবাদী করিবার চেষ্টা করুন। প্রচার এবং সংগঠনে মন দিন। উপার্জনহীন হইবেন না। উপার্জনহীন হইলে স্বাধীনতা থাকে না। প্রতিদিন উপাসনা করিবেন। ক্রমবিকাশবাদ শক্তিশালী সমাজ, শক্তিবাদ, উপনিষদ, গীতা, সিদ্ধ সাধক, অতি সামান্য হইলেও একবার নিত্যপাঠ করিবেন। অথবা সপ্তাহে, পক্ষে, মাসে, ৬মাসে, অন্ততঃ বৎসরে একবার হইলেও পাঠ করুন। মঠে উপস্থিত হইয়া শক্তিবাদের প্রভাব নিজের মনে লইবার চেষ্টা করিবেন। অন্যের সঙ্গে মিলিয়া সমবেত পাঠ ও আলোচনার চেষ্টা রাখিবেন। সমবেত ভাবে কিছু করাই সঙ্ঘবাদের মূল নীতি। অন্যকে শিখাইবার চেষ্টা করুন এবং অন্যের কাছ হইতে নিজেও কিছু শিখিবার চেষ্টা করুণ ইহাই মানসিক উন্নতির লক্ষণ জানিবেন। উপাসনা করা, সন্ধ্যা করা, পূজা করা, পাঠ করা সব বিষয়েই সমবেত ভাবে করিবার নীতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। নিজে শিখিবেন অন্যকে শিখাইবেন উভয়ে মিলিয়া শিখবেন।

হিন্দু ধর্মে পূর্ণতা পর্য্যন্ত বিকাশের ও সাধনার পথ আছে। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্মের মধ্যেই পূর্ণতা পর্য্যন্ত সাধনার কোন পথ নেই। মানুষ মাত্রেরই মন তিনটি গ্রন্থিতে আটকাইয়া থাকে। এই গ্রন্থি তিনটির নাম হইতেছে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি। সাধারণ মানুষ সাধারণতঃ ব্রহ্মগ্রন্থি পর্য্যন্তই থাকে। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ গ্রন্থি ভেদের সাধনা ও অনুশীলন থাকিলেও প্রায় কেহই ইহার খবর রাখে না। তাহা হইলেও হিন্দুদের সাধারণ ধারণা গ্রন্থিভেদ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করাই জীবনের লক্ষ্য। দ্রষ্টব্য : পাঠক ক্রমবিকাশ দেখুন।

অহিন্দু কোন ধর্ম সম্প্রদায়েরই উচ্চ মনোবিকাশের কোন কথার খোঁজ নাই। তাহারা কি করিয়া বিশ্বকে লুটিয়া খাইবে - ইহা লইয়াই গবেষণা করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কোন রকমে একটা ধর্মের কংকাল দাঁড় করাইয়া লইয়াছে এবং অন্য ধর্মের উপরই লুটের এবং গুণ্ডামীর তাণ্ডব নৃত্য চালাইয়াছে। দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, সূর্য ও গণেশ মনোবিকাশের এই পাঁচটি স্তর। প্রত্যেক স্তরের দেবতার হাতেই অস্ত্র রহিয়াছে। হিন্দুরা সেই দিকে কোন দিনই নজর দেয় নাই। একটি রাম মূর্তিও কেউ দেখাইতে পারিবে না - যাহাতে ধনুর্বাণ নাই। কিন্তু ভক্তেরা যুগ-যুগান্তর গাহিয়া চলিয়াছেন ‘‘রামচন্দ্র কৃপালো ভজমন হরণ ভব ভয় দারুণ।’’ কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না যে ‘‘হে রাম আমি যেন অসুরের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য ধনুর্বাণ ব্যবহার করিতে পারি, আমাকে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দাও।’’

হিন্দুরা যেন আবার জন্ম হইবে, এই ভয়েই ভীত। লৌকিক জগতে আসুরিক অত্যাচারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কথা হিন্দুরা যেন ভুলিয়া গিয়াছে। অসুরের অত্যাচার হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি সমাজ না থাকে তবে তুমি গ্রন্থিভেদ সাধনা কোথায় দাঁড়াইয়া করিবে। অসুরকে যুদ্ধ করিয়া নির্মূল করিতে হইবে, হিন্দুরা ইহা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা ভয়ঙ্কর কথা যাহারা গুণ্ডামী করিয়া দেশকে ভাগ করিল তাহাদিগকে জামাই আদরে পুষিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই ব্যাপারে কেহ কিছু বলিলে তাহাকে মিসা আইনে আটকাইয়া অত্যাচার করা হয়। যখন আমার বয়স ২৩

বৎসর তখন গুরুদেব আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন। ''তুমি এখন সাধনায় কি বুঝিতেছ তাহা বল এবং সেই সম্বন্ধে কিছু লেখ''। আমি বলিলাম সেটা একটা ব্যাপক মহাশক্তির তত্ত্ব তাহাকে ব্যাখ্যা করিলে নানারকম অত্যাচার এবং বিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে, এইজন্যই আমি লিখিতে চাই না। গুরুদেব বলিলেন যাহাই হউক তুমি লেখ, আমিও লিখিয়াই চলিয়াছি। ভারতে আমার কাজের কোনও ক্ষেত্র নাই। ইহার কারণ হিন্দু নেতারা সকলেই অসুরের দাস এবং যবনের গোলাম।

ভারত ভাগের পর গুরু গোবিন্দ সিংয়ের শিষ্যগণ পাঞ্জাব হইতে ভয়ঙ্কর রক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে মুসলমানদের বিতাড়িত করে। আর সব নেতারা পূর্ণ ভারতবর্ষকে মুসলমানদের দিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। আমাকে লিখিতেই হইবে, কারণ গুরুর আদেশ আমি অমান্য করিতে পারি না।

গুরু গোবিন্দ কি শিক্ষা দিয়াছেন সেই কথা দেখুন। তুলনা করুন যে হিন্দু নেতারা কত অধঃপতিত এবং নরকের কীট। ''রাখহ অব হিন্দুকে টেক। নহি জগমে রহে ন এক॥'' বিচিত্র নাটক। অর্থ :- এখন হিন্দুদিগকে টিকাইয়া রাখ, নয়ত পৃথিবীতে একটিও হিন্দু থাকিবে না। গুরু গোবিন্দের সঙ্গে পার্শিদের অভিন্নতা আরও স্পষ্ট। গুরু কহে ''জেন্দ হৈ যৈ বনইয়েহে হামারা শিখ তোই''। (অর্থ) গুরু কহেন যিনি পার্শি তিনি তো শিখই হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতে চান শিখ এবং পার্শি একই দলের লোক।

''যাহা তাহা তুম ধর্ম বিথারো
দুষ্ট শিলে পর পাকাড়ো পাছাড়ো''

(অর্থ) তুমি সর্বত্রই ধর্ম বিস্তার কর এবং দুঃশীল ও উৎপীড়কদের ধরিয়া আছাড় মার। কচ্ছ কড়া ও কৃপাণ প্রত্যেক শিখের জন্য আবশ্যক ভূষণ। ইহা শক্তিবাদীদেরও আবশ্যিক ভূষণ।

''সপ্ত শৃঙ্গ তেহ নাম
কহবা পাণ্ডুরাজ যোহি যো কামাবা-
তোহি হাম অধিক তপস্যা সাধি-
মহাকাল কালিকা আরাধি''। বিচিত্র নাটক।

আদিগুরু শিব শক্তিবাদীয় ধর্ম সঙ্ঘের স্থাপনা করিয়া ছিলেন। এই সঙ্ঘ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখনও সেই সব সঙ্ঘের কংকাল শিব মূর্তি, সর্প এবং পিড়ামিড্ (পরামৃতপীঠ) সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

''মাতাচ পার্বতীদেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবন ত্রয়ঃ''।

শক্তিবাদ ভাষ্য

যাঁহারা নিজের দেশকে ভাগ করেন, তাঁহাদিগকে স্বজাতী বলা চলে না। ভারতে এখন ভারত ভাগকারী বিজাতীগণকে স্বজাতী করিবার কসরত ও ঠেঙ্গাঠেঙ্গী চলিতেছে।

যাহা হউক মাতা হইতেছেন মহাশক্তি ''আদ্যাশক্তি'' পিতা হইতেছেন পরমেশ্বর পরম ব্রহ্ম। যাহারা ঈশ্বরী ও ঈশ্বর মানে না তাহাদিগকে ভ্রাতা ও ভগ্নী বলা বিপদজনক।

এরা সব ছিন্নমূল জাতী। ইহারা জগতের অহিত ভিন্ন হিত করিতে পারেনা। গীতাও এই কথা বলিয়াছেন।

চত্বারঃ কথিতাঃ বর্ণাঃ আশ্রমাঃ আপি স্বব্রতে
কৃতাদৌ কলিকালেতু বর্ণাপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮-৪
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ঃ বৈশ্য শূদ্রা ও সামান্য এবচ
কুলাবধূত সংস্কার পঞ্চানাম্ অধিকারিতা। মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮২২-৫

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চার বর্ণই কেবল সংস্কারের অধিকারী। সামান্যগণও ব্রাহ্মণের ন্যায় শাস্ত্র চর্চ্চা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শাস্ত্র চর্চ্চা বৈশ্যের ন্যায় বাণিজ্য ও কৃষি চর্চ্চা করিবে।

সামান্যানাং তু বর্ণানাং বিপ্রবৃত্তি অন্যবৃত্তিষু।
অধিকারো অস্তি দেবেশি - দেহযাত্রা প্রসিদ্ধয়ে॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮-১১৩

সকলেই চক্র উপাসনায় সমবেত হইবে।

তত্ত্ব চক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে।
সত্য সংকল্পকা ব্রহ্মাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮-২০৬

ইহাতে বর্ণভেদ কুল ভেদ নাই।

যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্য-চক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদংতে গচ্ছন্ত্য ধমাং গতিম্॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮-১১৯

রুচিভেদে মূর্তি ভেদ দ্বারা গৃহ বিবাদের আশঙ্কা নাই।

ন ঘট স্থাপনা ত্রাদি ন বাহুল্যেন পূজনম্।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্ব সাধনম্॥

চক্রউপাসনার ফল শত গুণ সমাধিক। মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮-২১০

পুরশ্চর্য্যা শতেনাপি শবমুণ্ডাচিতা সনাৎ।
চক্র-মধ্যে সকৃত জপ্তাতৎ স্বফলং লভতে স্বখীঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৪-১৮৭

সকলকে শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে বলিবে। প্রয়োজন হইলে পাঠ করিয়া শুনাইবে।

শক্তিবাদীরা ''ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম'' (শক্তি এবং চেতনা একই ব্রহ্ম) মন্ত্র জপ করিবে। শক্তিবাদের আদি গুরু শিব, শেষ গুরু শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ, এবং ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, শক্তিবাদ, শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা, শক্তিবাদভাষ্য উপনিষদ, ধর্ম শিক্ষা, ব্রহ্মনাড়ী, মহাবীর পতাকা এবং তরবারীকে সাক্ষাৎ শক্তিবাদ জানিবে। আত্ম বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর হইল পূর্ণতা। ইহা ১৬ কলার স্তর। ইহাতে আয়ত্ত করা শ্রেষ্ঠ মানবের নীতি। এইজন্য স্বযোগ ও স্ববিধা থাকিলে শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় মঠ হইতে শক্তি দীক্ষা, পূর্ণ দীক্ষা, ক্রম দীক্ষা, সাম্রাজ্য দীক্ষা, মহা সাম্রাজ্য দীক্ষা, যোগ দীক্ষা, ও মহাপূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিবে। অহং কেন্দ্র হইতেছে অজ্ঞান ও আসুরিকতার কেন্দ্র। অসুরবাদ ভাঙ্গিয়া ভারতকে এবং নিজেকে মুক্ত করিতে হইবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে শক্তিবাদের কথা শুনাও। শক্তিবাদীরা নিজের গৃহে মঙ্গল ঘট রাখিবে, ইহাতে প্রতিদিন সপ্তাহে, মাসে বা বৎসরে অন্ততঃ একবারও দান রাখিবে। একজনের এক ঘণ্টার আয়ও

ইহাতে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১ দিন, ১ সপ্তাহ বা ১ মাসের আয় ইহাতে রাখিতে চেষ্টা করিবে। আসল কথা মাসিক আয়ের একটা অংশ শক্তিবাদ ভাণ্ডারে রাখা প্রয়োজন। এই প্রদত্ত অর্থ শক্তিবাদের প্রসার কল্পে ব্যয় করা হইবে।

শক্তিবাদ প্রসারকল্পে ব্যাঙ্কে ক্যাশ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে স্থায়ী ভাণ্ডার করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে বর্ত্তমানে শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কেহ দান করে নাই। ইহাতে অন্যান্য শক্তিবাদীরাও দান করিতে পারিবে। সকলেই ক্যাশ সার্টিফিকেটের নিয়মে দান করিবেন। এবং একটি স্থায়ী ভাণ্ডার গড়িবেন। মূল ভাণ্ডার হইতে সুদের টাকা ভিন্ন এক পয়সাও কোন কাজে ব্যয় করা চলিবে না। মূল ভাণ্ডার কোন প্রকারেরই উঠান চলিবে না। প্রতি বৎসর সুদের টাকা ব্যয় করিয়া যে অর্থ বাঁচিবে তাহাও ক্যাশ সার্টিফিকেট করিয়া মূল ভাণ্ডার করিয়া রাখিতে হইবে। মঠের প্রধান পরিচালক সব সময় খেয়াল রাখিবে যাহাতে স্থায়ী ভাণ্ডার কোন রকমে অপচয় না হয়। তাহা হইলে স্থায়ী ভাণ্ডারও দিন দিন বাড়িতে থাকিবে।

মঠের মোহান্ত এবং ট্রাস্টী বোর্ড সব সময় মনে রাখিবে যে মঠের প্রতিষ্ঠাতা গুরুর আদেশ যে স্থায়ী ভাণ্ডার তোলা হইবে না। ইহা সকলকেই মানিতে হইবে।

বাংলা দেশ

এদিকে চট্টগ্রাম ও ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে মিলিটারী বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। জীয়াউর রহমান ও মঞ্জুরের মধ্যে হত্যালীলা চলিয়াছে। মুজীবর রহমানও এইভাবে হত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মঞ্জুরেরও জীবন লীলা শেষ হইয়াছে। অপর কেহ কেহ বলেন মঞ্জুরের জীবন লীলা শেষ হয় নাই। মহম্মদ সাহেব কোন ধর্ম্মভিত্তিক ধর্ম বা সমাজ গঠন করেন নাই। ইহা গঠিত হইয়াছিল একদল চোর, ডাকাত এবং নরহত্যাকারী গুণ্ডাদলকে কেন্দ্র করিয়া। এই লক্ষ্যে ৭৷৷০ কলার অসুর এবং অপুষ্ট লক্ষণ সম্পন্ন দলের মধ্যে অসুরবাদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা, ইহা তথাকথিত ধর্ম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যে আজ পর্য্যন্ত দেড় হাজার বৎসরেও ইহাতে চুরি, ডাকাতি, হত্যালীলা সমভাবেই চলিয়াছে। এই ধর্ম এবং সঙ্ঘ সম্বন্ধে সংস্কারের জন্য কানাডা হইতে ৬ খানা পত্র মুজিবকে লিখিয়াছিলাম। তাহাতে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলাম যে ইহাকে সংশোধন না করিলে তিনি নিজে বিপদগ্রস্ত হইবেন। আমি ইহা লইয়া অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি এসব পাপীদলের দ্বারা ধর্ম্ম চলিতে পারে না। লুটেরু দলকেই পরে মহম্মদ সাহেব একটা ধর্ম সঙ্ঘরূপে গড়িয়াছিলেন - ইহা মোটেই ধর্ম সঙ্ঘ ছিল না। ইহা ছিল একটা লুটেরু সঙ্ঘ। পূর্ববঙ্গ হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু রেফিউজী আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। মঞ্জুর চট্টগ্রাম পার্টি ঢাকার জীয়া পার্টীর নেতারা এসব হিন্দু রেফিউজীগণকে বাংলাদেশে ডাকিয়া আনুন। তাহাদিগকে মিলিটারীতে স্থান দিন, তাহাদিগকে শক্তিবাদ সমাজ গঠন করিয়া দিন। বাংলাদেশ একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে।

প্রাচীন কালের কুরান এবং সংশোধিত কুরাণের মধ্যে একটা অংশে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সংশোধিত কুরাণে যে সুরাটি ১নং সুরারূপে বর্ত্তমানে আছে সেই

সুরাটির নাম হইতেছে ৪৪ নং সুরা অর্থাৎ 'ফতেহা'। দেখা যায় এতদিন ঐ সুরাটি নাজেল হয় নাই যতদিন পর্য্যন্ত মহম্মদ সাহেবের দলটি ছিল একটি ডাকাতের পার্টী। তোমরা যতই চেষ্টা কর ভারতের মূর্খ নেতারা যতই চেষ্টা করুন ভারতে বা বাংলাদেশে কখনও শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিবে না। এ সম্বন্ধে আমার অটোবায়গ্রাফীতে লিখিত একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমরা পরিচিত একজন মুসলমান ষ্টেশন মাষ্টার একদিন আমার নিকট আসিয়া প্রস্তাব করেন - স্বামিজী, আসুন আমরা ধর্ম 'সম্বন্ধে সৎসঙ্গ করি'। আমি বলিলাম আপনি কি সৎসঙ্গ করিবেন? মাষ্টার সাহেব আপনি খুব জোরে ''আল্লা-হো-আকবর'' বলুন। আপনি দেখিবেন ১০, ২০ জন আল্লার শিষ্য আপনার সামনে আসিয়া গিয়াছে। আবার আপনি ঐ সব আল্লার শিষ্যগণ সহ খুব জোরে আল্লা হো আকবর ডাকুন, দেখিবেন এবার ৪০, ৫০ জন আল্লার শিষ্য জুটিয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে বলুন, এই বাড়ীতে একটি যুবতী কন্যা আছে। এদের অর্থও আছে। ইহাদিগকে বলুন, চলো আমরা কন্যাটিকে এবং ধন ভাণ্ডারকে বাহির করিয়া রাস্তায় বাহির হই। দেখিতে পাইবেন এসব লুটেরু ভক্তগণ কন্যাটিকে উলঙ্গ করিয়া ধনের পেটারীটা সঙ্গে লইয়া বড় রাস্তায় বাহির হইয়াছে। আপনারা খুব উল্লাসে আল্লা-হো-আকবর বলুন দেখিবেন আনন্দ ও উল্লাসে ১০০০, ১০০০ আল্লার শিষ্যরা আপনার সাথী হইয়াছে। আল্লা-হো-আকবর দেশকে প্লাবিত করিয়া আপনার সাথী হইয়াছে। আপনি আমার সঙ্গে ধর্ম্মের সৎসঙ্গ করিয়া আর বেশী কি লাভবান হইবেন? ইসলাম সম্বন্ধে আমার আর উচ্চ ধারণা নাই। মাষ্টার সাহেব, যদি সীয়ারাও সত্যনিষ্ঠ হইতেন তবে সীয়ারা এই এক হাজার বৎসরে স্বন্নীদের সঙ্গ হইতে তাহারা আলাদা হইয়া যাইতে পারিতেন। লুণ্ঠন বিদ্যাতে তাহারা স্বন্নীদের নিকট হইতে বেশী লাভবান হইতেন। ভারত ভাগ করিয়া ভারত সরকার ও কমিউনিষ্ট সরকার ঐ শ্রেণীর লাভে মন দিয়াছেন। ভারতের নেতারা নিজেদের বিপদ টানিয়া আনিয়াছেন। খণ্ডিত ভারতে মুসলমান পুষিয়া হিন্দু জাতির উপর আক্রমণ করিয়া ভারত ও কমিউনিষ্ট সরকারের সাময়িক লাভ নিশ্চয়ই কিছু আছে। মাষ্টার মশাইয়ের এই ঘটনাটি শক্তিবাদ পুস্তকের অন্য কোন পুস্তকেও স্থান পাইয়াছে। খণ্ডিত ভারতে মুসলমান পোষা নিশ্চয়ই মহাপাপের অনুষ্ঠান। ইহা একদিন ভারত ভালভাবেই জানিবে।

এইরূপ আল্লার ডাকে ডাকাত দল ডাকিয়া দুষ্কার্য্য বিষয়ে আমি বহু মুসলমানকে বলিয়াছি। উত্তরে তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে বলিয়াছে যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু ইজ্জতের মধ্যে আছি। উত্তরটি ডাকাত দলের নাকি ধার্ম্মিকের সেটা বিচার করুন। এখন সময় আসিয়াছে দেশী স্বাধীন রাজ্যের রাজাদের এবং তাঁহাদের প্রজারা সকলে মিলিয়া ভিন্ন পঞ্চায়েত রাষ্ট্র দাবী করুণ। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি এসব রাজারাই নির্ব্বাচন করিবেন। ৬কলার গান্ধীবাদী কংগ্রেস, ৫কলার কম্যুনিষ্ট ব্লক, ৭৷৷০ কলার মুসলিম ও তাহাদের সমর্থক অপুষ্ট বাদী মুসলমান এবং ৪৷৷০ কলার গণবাদী C.P.I.(M) মুসলমানদের সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে ভারতকে মুসলমান রাষ্ট্র করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করা। হিন্দুযুবকরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। এবং ভারত ও আসাম বাঁচাও নয়তো হিন্দুদের ভারতে থাকা অসম্ভব হইবে।

এই পুস্তকের অনেক স্থানেই শিখদের কথা বলা হইয়াছে। আমি আরও কিছু বলিব এবং এই অধ্যায় শেষ করিব। গ্রীষ্মকাল আমি চুনার রেল স্টেশনের ধারে একটি নিম্ব বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছি। সেখানে অনেকগুলি গাছের টুকরা মাটিতে রক্ষিত ছিল। আমি উহার একটিকে আসন করিয়াছি। এক লাল উষ্ণীষধারী ভদ্রলোক আমার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিলেন, ঐ পাহাড়ের উপরে ছিলাম এবং আপনাকে দেখিতেছিলাম - কেবলই মনে হইতেছিল ''আপনি আমাদের প্রিয় গুরু, গুরু গোবিন্দ সিংহ।'' আমি বিনয়ের সহিত বলিলাম, গোবিন্দ সিংহকে আমি গুরু মানি। তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। তাঁহার মত যোগ্য মহাত্মা আমি নহি। তিনি বলিলেন আমি ঐ পাহাড় হইতেই আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি। আমার অন্তরাত্মা বলিতেছিল ''আপনি আমাদের গুরু গোবিন্দ সিংহ''। সর্দ্দারজী প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

শিখরা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের দাবী জানাইয়াছেন। একজন নেতৃস্থানীয় R.S.S. আমাকে এবিষয়ে আমার মতামত জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম আমি ভারতভাগকারীকে ভারতে পুষিয়া সেকুলার রাষ্ট্র মানি না। ইহা শুদ্ধ হিন্দু রাষ্ট্র, আমি দেখিতেছি যে সব হিন্দুরাই মুসলমান এবং নেহেরু বংশের সঙ্গে একমত হইয়া ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র করিতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। শিখরা মুসলমানের গোলামী চায়না এজন্য তাহারা শিখ স্থান চায়। আমি ইহা সমর্থন করি।

বন্দী বীর

সম্মুখে চলে মোঘল সৈন্য উড়ায়ে পথের ধূলি
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া বর্শা ফলকে তুলি।
শিখ সাতশত চলে পশ্চাতে বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ পরে লোক নাহি ধরে বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গর্জায় ''গুরুজীর জয়'' পরাণের ভয় ভুলি।
মোঘল ও শিখে উড়াল আজিকে দিল্লী পথের ধূলি।
পড়ি গেল কাড়াকাড়ি আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগে তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি।
''গুরুজীর জয়'' কহি শত বীর
শতশির দেয় ডারি।
সপ্তাহকালে সাতশত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেলে
বান্দার কোলে কাজি দিল ফেলে বান্দার এক ছেলে -
কহিল - ''ইহারে বধিতে হইবে নিজহাতে
অবহেলে'' দিল তার কোলে ফেলে, -
কিশোর কুমার বাঁধা বাহু তার বান্দার এক ছেলে।
কিছু না কহিল বাণী -

বান্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে লইল বক্ষে টানি।
শুধু একবার চুম্বিল তার রাঙা উষ্ণীষ খানি।
তারপর ধীরে কটিবাস হতে ছুরিকা খসায়ে আনি।
বালকের মুখ চাহি -
"গুরুজীর জয় কানে কানে কয় রে পুত্র ভয় নাহি"
নবীন বদনে অভয় কিরণে জ্বলি উঠে উৎসাহি
কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল - বালক উঠিল গাহি।
"গুরুজীর জয় কিছু নাহি ভয় -"
বান্দার মুখ চাহি।
বান্দা তখন বামবাহু পাশ জড়াইয়া তার গলে
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে।
"গুরুজীর জয়" বলিয়া বালক লুটালো ধরণী তলে।
সভাহল নিস্তব্ধ -
বান্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশী করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল না করি একটি কাতর শব্দ।